এলাহি ভরসা

কবিতা

এক পুরুষের দুই নারি
ছেলে দিল জবা করি

—প্রণীত ও প্রকাশিত—

এন্, মোসলেম সরকার
সাং প্যারাপুর, পোঃ মহেশগঞ্জ (জিং নোয়াখালী)

—গায়ক—

মোঃ মিরজান আলী

—ও—

মকদ্দছ আলী

সাং—মাছলী, চাপঘাট

মূল্য—২৫ পঃ।

মিনার্ভা প্রেস, করিমগঞ্জ।

কবিতা আরম্ভ

ওহে খোদাতালা ২ তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে।
সতীনি কাল সাপিনী ছেলে জবা করে ॥
জিলা ত্রিপুরাতে ২ আছে তাতে, স্বাধীন মহারাজ।
দুইটি নারীর এক স্বামী নাম ছিল মন্তাজ ॥
তাহাদের দুর্ঘটনা ২ গেল জানা কাণ্ড হল কি।
প্রথমেতে করল বিয়া মন্তাজ মিঞার ঝি ॥
না হয় তাহার সন্তান আদি : নীরবধি, দুঃখ অতিশয়।
শনির দশা যবে ঘশা, মূলে হবে ক্ষয় ॥
করে তাবা-গুণা ২ অন্ন দানা বিশেষ নাহি খায়।
দিবা-নিশি করে কান্দন প্রভুর দরগায় ॥
অতি বুদ্ধিমতি ২ পরম সতী আছিল তার নারী
বিনয় করিয়া বলে পতির পদ ধরি ॥
মোদের কর্ম্মগুণে ২ নিরঞ্জনে নাহি দিল ফল।
পুত্র-কন্যা না থাকিলে জীবন বিফল ॥
যার ঘরে পুত্র নাই ২ দেখতে পাই, ধনে না হয় কাম
পুত্র থাকিলে পিতার লক্ষ টাকা দাম ॥
মোরা দুই জনে ২ এ জীবনে কি করলাম বেপার।
অদ্য মরিলে মোরা, কল্য খালি ঘর দুয়ার ॥
কে খাবে ধন সম্পত্তি ২ ঘরে বাতি জ্বালাবে কে।
কি জানি লিখিল খোদায় মোদের তক্দিরে ॥
আমার কথা শুনেন ২ বিয়া করেন, পুনরায় আপনে।
দ্বিতীয় সংসারে খোদায় করেন মেহেরবাণী ॥

শুনি মন্তাজ মিঞা বলে প্রিয়া শুন বিবরণ।
দুই বিয়েতে বহু লোক হয়েছে নির্ধন ॥
যদি সুজন মিলে ২ তা হইলে করতে পারি খেসী।
ভালতে মন্দ ঘটে খারাপ হলে রাশী
তুমি যাহা বল ২ নহে ভাল, বুঝি দেখ মনে।
দশরথে করার কৈল কেকই রাণীর সনে ॥
তাতে ভীষম দুঃখ ২ পিতৃ-বাক্য পালিবার কারণে।
রাম, লক্ষণ সীতা সতী গিয়াছিল বনে ॥
ইব্রাহিম পয়গম্বরে ২ হাজেরারে দিল বনবাস।
শান্তি মতে কোথায় হল দুই সতীনের বাস।
তখন রমণী বলে ২ বিপদ হলে আমার হইব ॥
তবু আপনাকে আমি বিবাহ করাইব ॥
নারী এ বলিয়া লোক ডাকিয়া বলিল তখন।
বিয়া করাইব আমি স্বামীকে আপন ॥
পাত্রী ঠিক করিল ২ ভাগ্য ভাল সধবা কুমারী।
রূপ, গুণ, মান্য মানে. যেমন হুর পরি ॥
হায়রে মন্তাজ মিঞা ২ করল বিয়া, বড় বিবির কথায়।
কবি কবে মরবি বেটা দুই নারীর জ্বালায় ॥
যাদের ভাগ্য ভালা ২ দুগ্ধ কলা সর্ব্বক্ষণে খায়।
জন্ম লাঙ্গা বুড়া গাভী পৌষ মাসে বিয়ায় ॥
খোদার কিবা লীলা ২ আজব খেলা কে বুঝিতে পারে।
একটি ছেলে জন্ম নিল বড় বিবির ঘরে ॥
দশ মাস পুরা হইল ২ ব্যথা এল, প্রসবের কারণ।
ভুমিষ্ঠ হইল শিশু চাঁদের মতন ॥

তাদের কি আনন্দ ভাল মন্দ, বুঝা নাহি যায়।
বুড়া গাছে ফল ধরিল খোদার কৃপায় ॥
মস্তাজের মত খুসী ২ দেশ বিদেশী ইষ্ট মিত্র যারা।
দান দক্ষিণা মিষ্ট দ্রব্য দিতে আছে তারা ॥
৭ দিনে কৈল ছাটি ২ কুলা পাটি শুভহ সংবাদ।
পছন্দ করিয়া নাম রাখিল আজাদ ॥
প্রতিদিন মস্তাজ মিয়া ২ কোলে নিয়া আজাদের তরে।
খুসীতে মোমিত হইল আনন্দ সাগরে ॥
মস্তাজের ছোট বিবি ২ পরম খুধি তাইর দিকে না চায়।
শিশু কোলে লইয়া মস্তাজ সর্ব্বদা গড়ায় ॥
তাই হইল বিষাদিত ২ বলব কত তাইর মনের আগুন।
কাটা ঘার মধ্যে যেমন মাখিল লবণ ॥
পারনা ভালবাসা ২ মনের গোস্বা কারে নাহি কয়।
কবি বলে এই গোস্বাতে পোলা হবে ক্ষয় ॥
গেল কতদিন ২ দুঃখের চিন, পৌছিল আসিয়া।
আজাদের মা অচল হইল অসুখে পড়িয়া ॥
তাইরে ধরল জরে ২ কয়দিন পরে, কোরবানের ঈদ হয়।
ছোট বিবিরে ডাকিয়া মস্তাজ সিঞায় কয় ॥
আমার কথা শুন ২ আজাদ যেন তোমার কাছে থাকে।
কোন দিকে যেতে চাইলে ডাক দিও তাহাকে ॥
মস্তাজ এই বলিয়া ২ যায় চলিয়া উত্তর পাড়ায়।
কই মাছ রাখিয়া গেল ওদের গাড়ায় ॥
ঐ যে দুষ্ট নারী ২ জলদি, পাকের ঘরে গিয়া।

কি কাণ্ড করিল তথায় লিখি বিবরিয়া ॥
কোরবানির মাংস যত ২ আছে তত পাকের ঘরে ভাই।
সেখানেতে আজাদেয়ে রাখিল বসাই ॥
তাই গেল পায়খানাতে ২ এক ঘণ্টাতে আসিল ফিরিয়া।
মাংস যত শেষ করিল কুকুরে খাইয়া ॥
ছেলে চেয়ে রইল ২ ডাক না দিল নির্ব্বোধ ছাওয়াল।
ইহা দেখে দুষ্ট নারী চক্ষু করে লাল।।
পূর্ব্বের গোস্বা যত ২ এখন তত হয়েছে দ্বিগুন।
প্রতিজ্ঞা করিল নারী ছেলে করবে খুন ॥
কারণ যার দরুণে ২ স্বামীর সনে ভালবাসা নাই।
এখন আবার মাংস দিল কুকুরকে খাওয়াই ॥
হইল চঞ্চল মতি ২ শীঘ্রগতি ছেলে কুলে নিয়া।
মাংস কাটার ছুরিখানা হস্তেতে লইয়া ॥
গেল বাগানেতে ২ ছুরি হাতে, কাল দুষ্ট সাপিনী।
মাটিতে সোয়াইল পোলা লতা-পাতা টানি ॥
ছেলে চীৎকার করে ২ উচ্চস্বরে ছোট মা বলিয়া।
দুষ্ট নারী ছেলের গলা ধরিল টিপিয়া।।
হাতে ছিল ছুরি ২ জলদি করি পোচ সারিল।
ধড় হতে ছির তার জুদা হয়ে গেল ॥
বলে কবিকারে ২ থর থর কাঁপে হস্ত ভাই।
নেত্র জলে ভিজি চলে অঙ্গেরে কাপাই ॥
ছেলের দুঃখ দেখি ২ হয়ে দুঃখী, বনে কান্দে গাছ।
ডালে বসি পক্ষী কান্দে, জলে কান্দে মাছ।।

তারপরে বুদ্ধি করি ২ তরাতরি হস্ত মুণ্ড নিয়া।
পাকের ঘরে চুলার মধ্যে রাখে লুকাইয়া ॥
কিছু মাংস পাকইল স্বামী এল সন্ধ্যার একটু আগে।
আজাদ আমার কোথায় গেল জিজ্ঞাসে তাহাকে ॥
দুষ্টনারী বলে ২ খেলা খেলে অন্য শিশুর সাথে।
এত শুনি মন্তাজ মিয়া গেল খানা খেতে ॥
সঙ্গে অতিত ছিল ২ খানা নিল বৈঠকখানা ঘরে।
মাংস দেখি অতিতগণে ঠারাঠারি করে ॥
বলে মন্তাজ ভাই ২ দেখ চাই কিসের মাংস হয়।
এত শুনি মন্তাজ মিঞা নাকে ধরি চায় ॥
তাতে মানুষের বাস ২ সর্ব্বনাশ মনে জানা হইল।
ঘরে গিয়া বিবি তারা জিজ্ঞাসা করিল ॥
আজাদ গেল কোথায় ২ হায়রে হায় চারি পানে চায়।
চুলার পাশে মাছির বাসা দেখিবারে পায় ॥
মাছির গুঞ্জরা শুনি ২ ততক্ষণি, পাক ঘরে আসিল।
চুলার পাশে ছালি মাখা মাংস কিছু পেল ॥
ছালি সরাইয়া ২ নিরক্ষিয়া ভিতরেতে চায়।
হস্তপদ মুণ্ড তার রেখেছে তথায় ॥
দেখিয়া বাচার মুখ ২ ফেটে বুক পড়িল ঢলিয়া ॥
অজ্ঞান হইল মন্তাজ ভূমিতে পড়িয়া।
বড় বিবি ছিল জর ২ এ-খবর পাইল যখন।
হায় পুত্র ২ বলি জুড়িল কান্দন ॥

গেল পাকের ঘরে ২ যাত্র তরে, খণ্ড ২ দেখি।
ঘুরিয়া পড়িল বিবি হয়ে পুত্র শোকি॥
যত আশ পরশি ২ দেশবাসী, আসিল সকল।
আজগুবি কাণ্ড দেখিয়া চোখের পড়ে জল॥
মন্তাজের শ্বশুড় এল ২ শুনতে পেল নাতির খবর।
সবে বলে তোমার বেটী করে এ কারবার॥
বুড়ার দুঃখ অতি ২ একটি নাতি ছিল জামাইর ঘরে।
দেখিয়া নাতির হাল পরান বিদরে॥
বুড়ায় গোস্বা করে ২ বেটী তরে আনে ডাক দিয়া।
বাম হাতে চুলের খোপা ধরিল কশিয়া॥
ফেলে জমির পরে ২ কেহ তারে থামিতে না পারে।
জোরেতে মারিল কনি মেয়ের বুকের পরে॥
বুড়ার কনির চোটে ২ বুক ফাটে বেটীর গেল প্রাণী।
গুপ্ত দ্বারা দিয়া নেকানিল শীতল পানি॥
এল চৌকিদার ২ সমাচার, জানিতে পারিয়া।
আগরতলা রাজ দরবারে খবর দিল গিয়া॥
রাজার কর্ম্মচারী ২ শীঘ্র করি মাজ্রাস্থলে গেল।
বুড়াকে ধরিয়া তখন গ্রেপ্তার করিল॥
নিল হাজত খানা ২ পুলিশগণা, সঙ্গে নিল লাশ।
দাপন কারণে হইল ডাক্তারের পাশ॥
লাশ দাপন করে ২ বুড়ার তরে রাজ দরবারে নিল।
২১১ ধারা মামলা স্বরু হল॥

তাতে হাকিম বাদী ২ প্রমাণাদি নিল মহারাজ।
ফাঁসের হুকুম দিল ভাবি নায্য কাজ ॥
মন্তাজের বড় বিবি ২ যাই সেতাবি আপিল দায়ের করে।
মুল ঘটনা বলিলেক রাজার দরবারে ॥
যেরূপে করায় বিয়া ২ জোর করিয়া আপন স্বামীরে।
পুত্র কন্যা হেতু দুঃখী আছিনু সংসারে ॥
যেরূপে পুত্র হয় ২ সকল বিষয় ভাঙ্গিয়া বলিল।
যেরূপে বেটাকে আমার সংহার করিল ॥
যেরূপে ছেলের দায় ২ এ বুড়ায় বেটীকে তাহার।
আপন হাতে আপন বেটী করিল সংহার ॥
স্বাধীনের অধিপতি ২ বিবির প্রতি, বিবরণ জানিয়া।
আসামী খালাস দিলা আইন বহি দেখিয়া ॥
মুছলিম সরকারে কয় ২ সোজক হয় নারীর কারণে।
ঘরের স্ত্রী হইলে বৈরী, মরিবে পরাণে ॥
মন্তাজের কান্দন যত ২ আমি তত লিখিতে না পারি।
আজাদের মায় কান্দইন যাদু যাদু করি ॥
হায়রে যাদুমণি ২ একাকিনী রাখিয়া আমারে।
কোথায় লুকাইলি যাদু না দেখি তোমারে ॥
তাতে কবি বলে ২ শিশুকালে যদি ছেলে মরে।
পিতা-মাতা শোকাকুলি মন থাকে না ঘরে ॥
যারা পুত্র শোকি ২ হইলে রোগী ঔষধে না মানে।
পুত্র তুল্য ধন আর নাহি ত্রিভুবনে ॥
কবির কথা ধর ২ ক্ষান্ত কর না কান্দিও সতী।
কলম বিদায় হয়, কবিতা হয় ইতি ॥